ঠাকুরগাঁও-১ আসনে

(প্রথম পাতার পর)

আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়নি। দুর্গাপূজা, বন্যা ও বার্ষিক পরীক্ষার সময়সূচিসহ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে ভোটের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করা হবে।

ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ঠাকুরগাঁও-১ আসনে উপনির্বাচনের নথি কমিশনের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। কমিশন যে সিদ্ধান্ত নেবে, সেভাবেই ভোট অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে জ্যেষ্ঠ নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, 'উপনির্বাচন আমরা দ্রুতই করে ফেলব। আর স্থানীয় নির্বাচনের প্রস্তুতিও অক্টোবরের মধ্যে শেষ করব। এ ক্ষেত্রে ভোট নভেম্বরে হতে পারে।'

চলতি অর্থবছরেই সব

(প্রথম পাতার পর)

ড. আবদুল মঈন খান ও প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের সঙ্গে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান ব্রিক্স মোলারের সাক্ষাৎ হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের আলোচ্য বিষয় তুলে ধরেন প্রতিমন্ত্রী।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন প্রসঙ্গে মীর শাহে আলম বলেন, প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে আগামী সপ্তাহে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে বৈঠক করা হবে। ওই বৈঠকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হবে। তিনি আরও বলেন, নির্বাচনের তপশিল ও ভোটের তারিখ নির্বাচন কমিশনই নির্ধারণ করবে। ইসির সঙ্গে আলোচনার পর স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিস্তারিত ব্রিফিং দেওয়া হবে।

বৈঠকে বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় ডেনমার্কের সহযোগিতার বিষয়টিও গুরুত্ব পায়। প্রতিমন্ত্রী বলেন, রাজধানীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করবে ডেনমার্ক। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্পের তৃতীয় ধাপের কাজ শেষ করতেও দেশটি সহায়তা দেবে।

প্রতিমন্ত্রীর তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন এ প্রকল্পের তৃতীয় ধাপে ডেনমার্ক সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা সহায়তা দেবে। এর মধ্যে দেড় হাজার কোটি টাকা অনুদান হিসেবে দেওয়া হবে। বাকি ৩ হাজার কোটি টাকা আগামী ২০ বছরে ধাপে ধাপে পরিশোধ করবে বাংলাদেশ সরকার।

তিনি বলেন, দীর্ঘ মেয়াদে পরিশোধের সুযোগ থাকায় এ অর্থ সরকারের ওপর বড় ধরনের চাপ তৈরি করবে না। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মেঘনা নদী থেকে প্রতিদিন ৯৫ কোটি লিটার পানি শোধন করা সম্ভব হবে। এ ছাড়া রোহিঙ্গাদের সহায়তায় ডেনমার্ক ১০০ কোটি টাকা দেবে বলেও জানান মীর শাহে আলম।

পুলিশের শীর্ষ পর্যায়ে বড়

(প্রথম পাতার পর)

(ডিআইজি) হিসেবে বদলি করা হয়েছে। পুলিশ স্টাফ কলেজের অতিরিক্ত ডিআইজি মো. হুমায়ুন কবীরকে পুলিশ সদর দপ্তরে বদলি করা হয়েছে।

এছাড়া রেলওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি মো. তোফায়েল আহমেদ মিয়াকে ঢাকা মহানগর পুলিশে (ডিএমপি) যুগ্ম পুলিশ কমিশনার করা হয়েছে। এপিবিএনের পুলিশ সুপার নাজমুল আলমকে ডিএমপিতে বদলি করা হয়েছে। এছাড়া এসবির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. রেজাউল করিমকে এপিবিএন ও বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টারে খাগড়াছড়িতে সংযুক্ত করা হয়েছে।

অন্য একটি প্রজ্ঞাপনে- এসবির ডিআইজি মু. মাহবুবুর রশীদকে রংপুর মহানগর পুলিশ কমিশনার (ডিআইজি) করা হয়েছে। ডিএমপির উপ-কমিশনার আসলাম উদ্দিনকে পুলিশ সদর দপ্তরের পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

এছাড়া নোয়াখালী পিটিসির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ নূরুল আমীনকে খাগড়াছড়ি এপিবিএন ও বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টারারে সংযুক্ত করা হয়েছে।

একই প্রজ্ঞাপনে ২০২৫ সালের ১১ ডিসেম্বর জারি করা আদেশে যুগ্ম পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি মোহাম্মদ কামরুজ্জামানকে অতিরিক্ত ডিআইজি, পুলিশ সদর দপ্তরে বদলির আদেশ বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি গত ৫ মে জারি করা আদেশে ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার মল্লিক আহসান উদ্দিন সামীকে নড়াইল পুলিশ সুপার হিসেবে বদলির আদেশও বাতিল করা হয়েছে।

আরেক প্রজ্ঞাপনে পুলিশ সুপার পদমর্যাদার নয় কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। তারা হলে- এপিবিএনের পুলিশ সুপার মো. শাহাদাত হোসেনকে পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার, এসবির বিশেষ পুলিশ সুপার এম কে এইচ জাহাঙ্গীর হোসেনকে পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার, আরপিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার মো. আবদুর রহমানকে পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার, পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার মো. জাফর হোসেনকে সিআইডিতে বদলি করা হয়েছে।

এছাড়াও পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার মো. আবুল কালাম আজাদকে ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারে, গাজীপুর ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের কমান্ড্যান্ট এস এম সিরাজুল হুদাকে বিনাইদহ ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের কমান্ড্যান্ট, পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার মুহাম্মদ খালেদ-উজ-জামানকে সিআইডিতে, পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার এস এম রফিকুল ইসলামকে এপিবিএনে এবং সিলেট এসএমপির উপপুলিশ কমিশনার মো. রিয়াজুল কবিরকে রংপুর রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে।

সম্পর্ক মেরামতে ঢাকা

(প্রথম পাতার পর)

সঙ্গে ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর বৈঠকে এসব বিষয় উঠে আসে। বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দুই দেশের বাণিজ্য বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। একই সঙ্গে, ব্যবসা-বাণিজ্যের পথে থাকা বিভিন্ন বাধা দূর করার বিষয়েও কথা বলেন তারা। বৈঠক শেষে বাণিজ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বর্তমানে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে গত দেড় বছরে কিছু বাধা তৈরি হওয়ায় বাণিজ্যিক কার্যক্রমে গতি কমেছে। এসব সমস্যা চিহ্নিত করে ভবিষ্যতে দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরও সহজ ও কার্যকর করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি।

স্থলবন্দর ও সুতা আমদানিতে গুরুত্ব

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়াতে কয়েকটি নির্দিষ্ট উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বন্ধ হয়ে যাওয়া সীমান্ত হাটগুলো আবার চালু করা ও স্থলবন্দরগুলোকে পুরোপুরি কার্যকর করা।

এ ছাড়া স্থলপথে সুতা আমদানির ওপর থাকা বর্তমান বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে।

সীমান্ত হাটগুলো চালু হলে সীমান্তবর্তী এলাকার ছোট ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের জন্য সরাসরি বাণিজ্যের সুযোগ বাড়বে। অন্যদিকে স্থলবন্দর পুরোপুরি সচল হলে দুই দেশের পণ্য পরিবহন আরও গতিশীল হতে পারে।

ব্যবসায়ীদের জন্য যৌথ টাস্কফোর্স

দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতেও একটি যৌথ টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ভারতের পক্ষ থেকে। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টিও এতে গুরুত্ব পাচ্ছে।

বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রীর মতে, এসব উদ্যোগের লক্ষ্য নতুন বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করা। একই সঙ্গে, দুই দেশের ব্যবসায়িক সম্পর্ক সম্প্রসারণ এবং দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে গতি ফিরিয়ে আনা।

তিনি আশাপ্রকাশ করেন, এসব উদ্যোগ বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে। অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক নতুন পর্যায়ে নেওয়া সম্ভব হবে বলে আশাবাদী তিনি।

এদিন ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী বলেছেন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। তবে দুই দেশের সাধারণ মানুষ উন্নয়ন ও অগ্রগতি চান।

বিশেষ করে, তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যতের জন্য বাংলাদেশ ও ভারতকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। তার বক্তব্যে দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমতার বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে।

ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ক নিয়ে জয়শঙ্করের নতুন বার্তা

তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও ভারত দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ। কোনো দেশ বড় বা ছোট নয়, দুই দেশই সমানভাবে মন্তব্য করে সমতার ভিত্তিতে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার ওপর জোর দেন ভারতীয় হাইকমিশনার।

অর্থনীতিই হতে পারে সম্পর্ক মেরামতের সেতু

দীনেশ ত্রিবেদীর মতে, দুই দেশের সম্পর্ক উন্নত করার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক সম্পর্ক শক্তিশালী হলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও সহযোগিতা বাড়বে বলে মনে করেন তিনি। এ ক্ষেত্রে যৌথ বিনিয়োগ ও যৌথ উৎপাদনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন ভারতের হাইকমিশনার। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের আন্তর্জাতিক সাফল্যের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

তার মতে, দুই দেশের সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে যৌথ বিনিয়োগ ও উৎপাদনের সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে। এতে শুধু বাণিজ্য বাড়বে না, দুই দেশের ব্যবসায়ী ও অর্থনীতির মধ্যেও পারস্পরিক নির্ভরতা আরও গভীর হবে।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তিন বাহিনীর

(প্রথম পাতার পর)

আলমগীরকে অভিনন্দন জানান।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা স্ব স্ব বাহিনীর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। একইসঙ্গে দায়িত্ব পালনে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে রাষ্ট্রপতির দিক-নির্দেশনা ও সহযোগিতা কামনা করেন। রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সশস্ত্র বাহিনীর কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, বর্তমান সরকার সশস্ত্র বাহিনীকে একটি আধুনিক ও চতুর্মাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে। রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব পালনকালে বাহিনীর সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনীর সার্বিক উন্নয়নে সর্বোচ্চ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন।

মহানবীর (সা.) আদর্শ অনুসরণে

(প্রথম পাতার পর)

উপলক্ষ্যে গতকাল মঙ্গলবার দেওয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহানবী (সা.)-এর জীবন ও আদর্শ অনুসরণ করে একটি শান্তিপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

তিনি বলেন, মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শুভাগমন মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক অনন্য ও মহিমান্বিত ঘটনা। তাঁর আবির্ভাব মানুষের জন্য সত্য ও আলোর এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। তিনি মানুষকে তাওহিদের দিকে আহ্বান করার পাশাপাশি সত্য, ন্যায়, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, মানবিকতা ও শান্তির শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর পবিত্র জীবন ও কর্ম সমগ্র মানবজাতির জন্য চিরন্তন পথনির্দেশ ও অনুসরণীয় আদর্শ হয়ে আছে। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলমানসহ বিশ্বের সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে আন্তরিক মোবারকবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি মানবজাতির হেদায়াত ও কল্যাণের জন্য সর্বশেষ নবী ও রাসূল, রহমাতুল্লিল আলামিন হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাঁর প্রতি অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।'

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১)। মহানবী (সা.)-এর জীবন ছিল পবিত্র কুরআনের শিক্ষার বাস্তব ও জীবন্ত প্রতিফলন। সত্যবাদিতা, আমানতদারি, ন্যায়বিচার, ক্ষমাশীলতা, সহনশীলতা, দয়া ও পরোপকারের অনন্য দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন। তাঁর জীবনাচরণে আমরা যেমন আল্লাহর প্রতি গভীর আনুগত্যের শিক্ষা পাই, তেমনি মানুষের প্রতি ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ ও মহানুভবতার অপূর্ব প্রকাশ দেখতে পাই।

মহানবী (সা.) জাতি, বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও সামাজিক অবস্থানের বিভেদ অতিক্রম করে মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় জোর দিয়েছেন উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, তিনি এতিম, দরিদ্র, অসহায় ও বঞ্চিত মানুষের প্রতি দায়িত্বশীল ও সহমর্মী হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। পরিবার, প্রতিবেশী, নারী, শিশু এবং সমাজের দুর্বল ও প্রান্তিক মানুষের অধিকার রক্ষার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর শিক্ষা মানুষে মানুষে বিভেদ নয়, বরং ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে।

তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্ব নানা সংকট ও চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। যুদ্ধ, সংঘাত, হিংসা, বৈষম্য, অসহিষ্ণুতা ও নৈতিক অবক্ষয় মানুষের শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করছে। এমন এক সময়ে মহানবী (সা.)-এর শান্তি, ন্যায়, সহমর্মিতা, ক্ষমা ও মানবিকতার শিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়, দায়িত্ববোধ ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণমুখী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের তরুণ প্রজন্মই দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের মাদক, সন্ত্রাস, উগ্রতা ও অপরাধের পথ থেকে দূরে রেখে জ্ঞান, সৃজনশীলতা, নৈতিকতা, মানবিকতা ও দেশপ্রেমের চেতনায় গড়ে তুলতে মহানবী (সা.)-এর জীবন ও আদর্শ হতে পারে এক অনন্য প্রেরণার উৎস। তাঁর আদর্শ তরুণদের সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকতে, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে এবং সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।'

ছবিতে মুসলিম বিশ্বে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)ছবিতে মুসলিম বিশ্বে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)

তিনি বলেন, 'মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা শুধু মুসলমানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য নয়, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশের ক্ষেত্রেও গভীর তাৎপর্য বহন করে। তাঁর আদর্শকে আমাদের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক আচরণে ধারণ করতে হবে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা ও ন্যায়বোধকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়েই আমরা একটি শান্তিপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুমহান জীবনাদর্শ ও সুন্নাহ অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন। তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ আমাদের ব্যক্তি ও সমাজজীবনে সত্য, ন্যায়, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানবিকতার চেতনাকে আরো সুদৃঢ় করুক। বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বে শান্তি, ন্যায়, সাম্য, সমৃদ্ধি ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠিত হোক-এই পবিত্র দিনে এটাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।'

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে তিনি দেশবাসীসহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহর প্রতি আন্তরিক মোবারকবাদ ও শুভেচ্ছা জানান।

আজ পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)

(প্রথম পাতার পর)

সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সৌদি আরবের মক্কা নগরের বিখ্যাত কুরাইশ বংশে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের এই দিনে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) জন্মগ্রহণ করেন। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের একই দিনে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাবা আবদুল্লাহ ও মা আমিনা। জন্মের আগেই রাসুল (সা.) তাঁর বাবাকে হারান এবং ছয় বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। সমগ্র আরব জাহান যখন পৌত্তলিকতা ও অনাচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, সেই আইয়ামে জাহেলিয়ার যুগে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সারা বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ। বিনয়, সহিষ্ণুতা, দয়া, সহমর্মিতাসহ সব মানবিক সদ্‌গুণের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটেছিল হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর মধ্যে। শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণাবলির অধিকারী হিসেবে তিনি ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়নির্বিশেষে সর্বকালে সর্বজনস্বীকৃত। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত, বেশি বেশি দরুদ পাঠ, দান-খয়রাতসহ নফল ইবাদতের মধ্য দিয়ে দিনটি অতিবাহিত করবেন। অনেকে এই দিনে নফল রোজা রাখেন। এদিকে, বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপিত হবে। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও ওফাত দিবসটি পালনের লক্ষ্যে সরকার ব্যাপকভিত্তিক জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গত ১৩ আগস্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মুন্সী আলাউদ্দিন আল আজাদ এনডিসির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এই কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হয়। সভায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মুফতি মুহাম্মদ মুহিবুল্লাহিল বাকী, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. আয়াতুল ইসলাম ও মো. ইমতিয়াজ হোসেনসহ বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র এই দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পৃথক বাণী প্রদান করেছেন। এদিন সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি ভবন এবং সশস্ত্র বাহিনীর সকল স্থাপনায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। পাশাপাশি ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক আইল্যান্ড, লাইটপোস্ট ও সড়কগুলো জাতীয় পতাকা, রঙিন পতাকা এবং 'কালিমা তায়্যিবা' লিখিত ব্যানার দিয়ে সজ্জিত করা হবে। দিবসটি উদযাপনে দেশজুড়ে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সচিবালয় মসজিদসহ দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ নিজস্ব অধিক্ষেত্রে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ প্রান্তে মাসব্যাপী ইসলামিক বইমেলার আয়োজন করা হবে। একইসঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে স্মরণিকা বা ক্রোড়পত্র প্রকাশ, ওয়াজ মাহফিল, সেমিনার, টকশো এবং কিরাত, হামদ-নাত, স্বরচিত কবিতা পাঠ ও আরবিতে খুতবা লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিশেষ অনুষ্ঠান ও টকশো প্রচার করবে এবং সংবাদপত্রসমূহ বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করবে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জেলা শিল্পকলা একাডেমি, শিশু একাডেমি এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও কর্ম, ইসলামের শান্তি, প্রগতি, সৌহার্দ্য, সহিষ্ণুতা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, মানবাধিকার ও নারীর মর্যাদা বিষয়ক আলোচনা সভা, কুইজ এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি শিশুদের জন্য বিশেষ হামদ-নাত ও রচনা প্রতিযোগিতার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মানবিক ও কল্যাণমূলক উদ্যোগের অংশ হিসেবে দেশের সকল সামরিক ও বেসামরিক হাসপাতাল, কারাগার, সরকারি শিশু পরিবার, শিশু সদন, আবাসিক শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও প্রবীণ নিবাসে বন্দি ও রোগীদের জন্য উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হবে। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনসমূহেও যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি উদযাপিত হবে। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোকে ইতোমধ্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গুম হওয়া ২৫০ জনই ফিরে

(প্রথম পাতার পর)

গুমের এসব ঘটনাকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে নিজ কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনকক্ষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। গুমের মামলার অগ্রগতি প্রসঙ্গে চিফ প্রসিকিউটর বলেন, আমাদের এখানে গুমের শিকার প্রায় ২৫০ জনের পরিবারের অভিযোগ এসেছে। এরই মধ্যে এসবের প্রাথমিক সত্যতা আমরা তদন্তে পেয়েছি। অর্থাৎ ২৫০ জনেরই এখনও সন্ধান মেলেনি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তারা অপহরণের শিকার হয়েছেন বলে আমরা নিশ্চিত হয়েছি। পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের জবানবন্দি রেকর্ড করছেন আমাদের তদন্ত কর্মকর্তারা।

তিনি বলেন, যেসব স্থান থেকে এসব মানুষকে অপহরণ করা হয়েছিল, সেসব আমরা চিহ্নিত করেছি। মূলত তদন্তের কয়েকটি অধ্যায় থাকে। প্রতিটা পরিবার ধরে ধরে আমাদের তদন্ত চলছে। এজন্য কিছুটা সময় লাগছে। নিখুঁতভাবে তদন্ত করার কারণে প্রতিবেদন পেতে কষ্টকর হয়ে যায়। তবে যেসব ভুক্তভোগীর এখনও সন্ধান পাওয়া যায়নি, তাদের পরিবারের দেওয়া অভিযোগও চলমান অপরাধ হিসেবে গণ্য হচ্ছে। গুমের এসব ঘটনা আমরা মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

আমিনুল ইসলাম বলেন, সব গুম পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমাদের অকৃত্রিম সহানুভূতি রয়েছে। এ নিয়ে আগের চিফ প্রসিকিউটরের যেমন সদিচ্ছা ছিল, আমিও একইরকম সদিচ্ছা নিয়েই কাজ করছি। এখানে কে কোন দলের মানুষ ছিলেন তথা জামায়াতে ইসলামীর একজন গুমের শিকার হয়েছেন, নাকি বিএনপির পরিবারের, তা আলাদা করে দেখতে চাই না। বর্তমানে গুমের তিনটি মামলার বিচার চলছে, যা সাক্ষ্যগ্রহণ পর্বে রয়েছে। এখানে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবদুল্লাহিল আমান আযমী, ব্যারিস্টার মীর আহমেদ বিন কাশেম আরমানসহ কয়েকজন ভুক্তভোগী রয়েছেন, তারা হয়ত একটি দলের অনুসারী। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, বিএনপির যারা ভুক্তভোগীর শিকার হয়েছেন, তাদের বিচারটা হবে না। সুমন, বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলীসহ যারা গুম হয়েছেন, তাদের মামলার বিচারও একই মাপকাঠিতে হবে। তদন্ত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গুমের সব মামলা তদন্তের জন্য একটি বড় টিম করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আগে একজন করলেও এখন আরও চারজনকে সংযুক্ত করা হয়েছে। পাঁচজন মিলে এসব তদন্ত করছেন। এছাড়া স্বয়ং চিফ প্রসিকিউটর থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রসিকিউটররাও সমন্বয় করছেন। শিগগিরই এসব মামলার দৃশ্যমান একটি ফলাফল দেখবো। একইসঙ্গে গুম পরিবারের সদস্যদের বিচার আমরা নিশ্চিত করবো ইনশাআল্লাহ।

গুমের বিচারে কোনো বৈষম্য রাখা হবে না উল্লেখ করে চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল বলেন, তদন্তে আমরা কোনো ধরনের ডিসক্রিমিনেশন বা বৈষম্য করতে চাই এখানে যদি মুসলিম কিংবা হিন্দু পরিবারের কোনো সদস্য অপহৃত হয়ে থাকেন, অথবা বিএনপি বা জামায়াতে ইসলামীর কোনো অনুসারী অপহৃত হয়ে থাকেন- আমরা তাদের দলমত, পরিচয় দেখে তদন্ত করছি না। আমরা অপরাধকে অপরাধ হিসেবেই প্রাধান্য দেব। প্রকৃত অপরাধীদের বিচারের সম্মুখীন করবো।

এদিন চিফ প্রসিকিউটরের সঙ্গে বৈঠক করেন গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের প্ল্যাটফর্ম 'মায়ের ডাক'-এর সমন্বয়ক সানজিদা ইসলাম তুলির নেতৃত্বে ভুক্তভোগী পরিবারের কয়েকজন সদস্য। গুমের এসব অভিযোগ রাজনৈতিক বিবেচনায় তদন্ত বা বিচার না করার অনুরোধ জানিয়েছেন সানজিদা ইসলাম। এছাড়া মামলার অগ্রগতি নিয়ে জানতে চায় ভুক্তভোগীদের পরিবার।

৪৮তম বিশেষ বিসিএসে আরও

(প্রথম পাতার পর)

প্রজ্ঞাপন থেকে এসব তথ্য জানা যায়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ৪৮তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২৫-এর মাধ্যমে ১৮৪ জন প্রার্থীকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের প্রবেশ পদে জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী ২২ হাজার থেকে ৫৩ হাজার ৬০ টাকা বেতনক্রমে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

নিয়োগের শর্তের মধ্যে রয়েছে -নিয়োগপ্রাপ্তদের বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) অথবা সরকার নির্ধারিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ নিতে হবে। তাঁদের দুই বছর শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করতে হবে। প্রয়োজন হলে সরকার এ শিক্ষানবিশকাল আরও সর্বোচ্চ দুই বছর বাড়াতে পারবে। শিক্ষানবিশকালে চাকরিতে বহাল থাকার অনুপযোগী বিবেচিত হলে কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই চাকরি থেকে অপসারণ করা হতে পারে। এর আগে ৪৮তম বিসিএস (বিশেষ)-এর প্রথম প্রজ্